তারিখ 06 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

ফুলছড়িঃ শিক্ষিতের হার শতকরা পাঁচ ভাগ

।। মোনাজাতউদ্দিন ।। গাইবান্ধা, ৫ই ডিসেম্বর গাইবান্ধা জেলার ৭টি থানার মধ্য ফুলছড়ি একটি। যেখানে শিক্ষিতের হার সবচাইতে কম। 'সংবাদ'-এর তথ্যানু-সন্ধানে দেখা যায়ঃ ফুলছড়ি সদর ইউনিয়নে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ। থানার গড় হিসেব ধরলে এ হার একটু বেশি। প্রায় দেড় লাখ অধিবাসীর এই থানা জনপদে শিক্ষিতের হার শতকরা দশভাগ। ফুলছড়ি হল যমুনার চর প্রধান একটি এলাকা; যেখানে ভূমিহীনের হার খুব বেশি। শতকরা ৬৮ থেকে ৭০ ভাগ। গাইবান্ধার অপর থানা এলাকা শাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ– এসব থানা এলাকাতেও শিক্ষিতের হার ১০ থেকে ১৪ ভাগের মধ্যে।

দেশের আর সব এলাকার মতো ফুলছড়ি, শাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ থানার একটি করে ইউনিয়নে সরকারের সবার জন্যে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ইউনিয়নের প্রাইমারী স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে 'শিক্ষার বিনিময়ে গম' দেয়া হচ্ছে। এতেকরে স্কুলে স্কুলে ভর্তি হয়েছে নতুন ছাত্রছাত্রী। প্রাইমারী স্কুলে পড়বার মতো বয়স হয়েছে এমন ছেলেমেয়েদের শতকরা ৮০ থেকে ৮২ ভাগ স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে নাম লিখেয়েছে।

চিত্রটি এ পর্যন্ত ভাল। কিন্তু, প্রাথমিক শিক্ষার গভীর চিত্রটি সুখকর নয়। কেবল ভর্তি হলেই তো হবে না, স্কুলে আসতে হবে। তা হচ্ছে না। এক পর্যবেক্ষণমূলক জরিপে দেখা যায়ঃ ঐ ৮০ থেকে ৮২ ভাগ ছাত্রছাত্রী, যারা প্রাইমারি স্কুলের খাতায় নাম লিখিয়েছে, তাদের মধ্যে ৬০ থেকে ৬২ ভাগ কেবল স্কুলে পড়তে আসছে। তা-ও আবার নিয়মিত নয়। এর নানা কারণ। তার একটি হলঃ সরকারি গম সকল গরিব ছাত্রছাত্রী পাচ্ছে না, পাচ্ছে কেবল শতকরা ৩৩ ভাগ। অর্থাৎ অধিকাংশ গরিব ছাত্রছাত্রী গমবঞ্চিত থাকছে এবং ফলত হয়ে পড়ছে তারা হতাশ। অপরদিকে, শিক্ষার জন্যে গম এর বরাদ্দ বিতরণ নিয়মিত নয়।

ওপরে ফুলছড়ি থানার সদর ইউনিয়নের কথা বলা হয়েছে। সেখানে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ। কিন্তু ঐ ইউনিয়নে সরকারের বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম (শিক্ষার বিনিময়ে গম) নেয়া হয়নি এখনো। আসলে, সরকারি শিক্ষা কার্যক্রম এলাকার বাস্তবতার নিরিখে পরিচালিত হচ্ছে না উত্তরবঙ্গের জেলা-থানা এলাকায়।